সংবাদ

তারিখ 15 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কুড়িগ্রাম জোন

৫৩টি গ্রুপের কার্যাদেশ নিয়ে আবারও কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

কুড়িগ্রাম থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কুড়িগ্রাম জোন (অধুনালুপ্ত ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট)-এর আওতায় বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ৩ কক্ষবিশিষ্ট একতলা ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণসহ সিঁড়িঘর সম্প্রসারণ, টিউবওয়েল, সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ কাজের ৫৩টি গ্রুপের কার্যাদেশ প্রদান নিয়ে আবারও ঘাপলাবাজির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগে জানা গেছে, প্রায় ২ বছর আগে এই ৫৩টি গ্রুপের কাজ নিয়ে নানা ধরনের অনিয়ম করার কারণে সৃষ্ট জটিলতায় এমনিতেই কাজ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এরপর জটিলতার অবসান হলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যাদেশ প্রদান বাবদ কথিত ৩ ভাগ কমিশন না দেয়ায় অবিশ্বাস্য ধীরগতির সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়টি নিয়ে ১৮ই নভেম্বর জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভায় প্রশ্ন উঠলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী সভায় উপস্থিত না থাকায় কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। সভায় উপস্থিত ওই বিভাগের এক প্রতিনিধি এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান। অভিযোগে আরও জানা যায়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (তৎকালীন ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট) কুড়িগ্রাম জোনের আওতায় কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৮ কোটি ৭৬ লাখ ৪৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ৫৩টি কাজের দরপত্র ১৩ ও ১৪ই মার্চ/০২-এ আহ্বান করা হয়। এরপর দরপত্র দাখিলশেষে দরপত্র একই হওয়ায় লটারির মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু ঠিকাদার নির্বাচনের সময় একটি সিন্ডিকেট সকল ঠিকাদারকে বের করে দিয়ে নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি করে নেয়। পরে এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ওই লটারি বাতিল করা হয়। এ নিয়ে আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়। এরপর নির্বাহী প্রকৌশলী অতি কৌশলে দু'টি গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা ঘটিয়ে ২৮শে এপ্রিল/০২-এর পুনঃ দরপত্র আহ্বান করেন। এতে প্রায় পাঁচশ'টি দরপত্র সিডিউল দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত দরপত্রগুলো এবারও একই হওয়ায় পরপর তিনবার লটারির তারিখ নির্ধারণ করে তাও বাতিল করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮ই জুন/০২-এ লটারির দিন ধার্য করা হয়। ওইদিন যথারীতি ৪২টি গ্রুপের লটারি সম্পন্ন হওয়ার পর বাকি ১১টি গ্রুপের লটারি করতে নির্বাহী প্রকৌশলী টালবাহানা শুরু করেন। এ ব্যাপারে নির্বাহী প্রকৌশলীর অভিমত হলো, প্রত্যাহারপত্র দেয়ার এসব গ্রুপে ১ জন করে ঠিকাদার থাকায় লটারির প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু তুলনামূলক বিবরণী তৈরির পর প্রত্যাহার করার কোন নিয়ম নেই মর্মে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেননি। এ নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হলে শেষ পর্যন্ত ৩০শে অক্টোবর/০২ ১১টি গ্রুপের লটারি অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৮ই জুন অনুষ্ঠিত লটারির ৪২টি গ্রুপের তুলনামূলক বিবরণী অনুমোদনের জন্য ঢাকার সংশ্লিষ্ট প্রধান দপ্তরসমূহে ২৭শে জুলাই/০২ পাঠানো হয়। এছাড়া বাকি ১১টি গ্রুপের তুলনামূলক বিবরণী ৩০শে অক্টোবর অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ২৪টি গ্রুপের কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন ঠিকাদার অভিযোগ করেছেন, শতকরা ৩ ভাগ সালামি না দিলে অনুমোদন ও কার্যাদেশ পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা অভিযোগ সত্য নয় বলে জানান। কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই অনুমোদন আসছে এবং বিধিবিধান অনুযায়ীই কার্যাদেশ দেয়া হচ্ছে। এজন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু সময় নেয়া হচ্ছে।